DHAKA FRIDAY JANUARY 1, 2021

SECOND EDITION

THE DAILY Star ON FRIDAY

www.thedailystar.net

REGD. NO. DA 781 | VOL. XXX NO. 340 | POUSH 17, 1427 BS [Your Right to Know] JAMADIUL AWAL 16, 1442 HIJRI | 16 PAGES PLUS TOGGLE PRICE : TK12.00

BANGLADESH ECONOMY 2020

RISING *from the rubble*

GDP GROWTH IN ASIA 2020 (IN %, SOURCE: IMF)

Bangladesh	3.8	India	-10.3	Kuwait	-8.1
Myanmar	2	Thailand	-7.1	Saudi Arabia	-5.4
China	1.9	Singapore	-6	Japan	-5.3
Vietnam	1.6	Sri Lanka	-4.6	Pakistan	-0.4

REJAUL KARIM BYRON *and* MD FAZLUR RAHMAN

The year 2020 began with a cloud of uncertainty hanging over the horizon. The novel coronavirus was spreading in Europe, the destination of over 60 percent exports from Bangladesh, after wreaking havoc in China, its largest trading partner.

Bangladesh felt the heat of a looming global crisis though the virus had not yet made its way into the country.

The bad news came a couple of months later. On March 8, the authorities confirmed the maiden case of Covid infection in the country. A week later, the first death from the virus was reported.

Soon, the country's economy, one of the shining stars in Asia, came almost to a halt as the government imposed countrywide lockdown to contain the spread of the virus.

The main index of the stock market dropped by 15 percent in less than 10 days in the second half of March.

During the nationwide lockdown, millions lost jobs, poverty rate doubled and many businesses folded up. Income of the vast majority of the population shrank.

Exports hit rock bottom as the importing countries themselves were finding it difficult to keep their economies afloat. The country was staring at an unprecedented three-pronged crisis: health, economic and food.

SEE PAGE 2 COL 1

A DEHUMANISING YEAR

For a more inclusive world in 2021

MAHFUZ ANAM

Along with the world Bangladesh also struggled to make sense of the all-pervasive disruptions caused by Covid-19. Again, as the rest of the world, we in Bangladesh struggled to rebuild our society, our economy, our education system, our basic services, in fact every aspect of our lives as far as possible. What we failed to do, as the rest of the world, was to hold on to our human values as we heard thousands dying and saw our near and dear ones perish and we could not come to their aid or even express sympathy in person. It was psychologically debilitating. The very fabric of society appeared to tear away, reduced to family-based islands of desperate and isolated microcosms of society surviving, interacting and somehow living out our lives courtesy the internet, the lifeblood of the virtual world.

As the world economy stood shattered and thousands died in countries that we thought had a robust health system, we did not know what was in store for us. Given the density of our population, level of health consciousness, living conditions and nutritional level and development challenges, we feared the worst. We are usually at the receiving end of nature's wrath in the forms of floods, cyclones, etc., but this time around nature appears to have worked in unknown ways to save us from the severest impact of the current pandemic.

It remains a mystery as to what worked for us. Was it our early immunisation programme, our peasants' and farmers' natural immunity, Vitamin D from exposure to the sun, our lifelong struggle with pollution of all sorts, our natural resilience? We are quite unaware of why Covid-19 did not wreak havoc

SEE PAGE 2 COL 1

DHAKA-SILIGURI

Direct bus service on the cards

TUHIN SHUBHRA ADHIKARY

The New Year brings good news for Bangladeshi and Indian travellers.

People will soon be able to travel between Siliguri and Dhaka directly by bus as the neighbouring countries have agreed to launch a new Dhaka-Siliguri-Dhaka bus route, officials said.

Officials are now working on protocols and the formal agreement to be signed by the countries.

They hope to start bus services soon after restrictions on vehicles crossing the border are lifted.

The new Dhaka-Siliguri-Dhaka will be the sixth direct bus route between Bangladesh India.

SEE PAGE 2 COL 5

COVID FOOD AID FOR 50 LAKH PEOPLE

Seven lakh OMS cards found fake

Food minister tells JS standing committee

RASHIDUL HASAN

Food Minister Sadhan Chandra Majumder has admitted that seven lakh fake OMS cards were distributed during the Covid-19 lockdown in the country last year.

The minister said this during a meeting of the parliamentary standing committee on the food ministry on September 24, according to minutes of the meeting.

This newspaper has obtained a copy of the meeting minutes. The minutes were approved by the parliamentary body at its following meeting on Wednesday.

"A total of 50 lakh OMS [open market sale] cards were distributed during the coronavirus situation. Of them, seven lakh have been found to be fake," Sadhan told the meeting.

The minister said an initiative was taken to make smart OMS cards through the government's Information and Communication Technology department to curb various irregularities and corruption.

Talking to reporters on Wednesday, he said they have collected relevant

SEE PAGE 4 COL 1

Schools won't open now: PM

Textbook distribution starts

MOHIUDDIN ALAMGIR

Prime Minister Sheikh Hasina yesterday said educational institutions will not reopen before the pandemic is contained.

Inaugurating the distribution of free textbooks for all school students, she also asked everyone to strictly adhere to the health guidelines when they hand out the textbooks.

Instead of celebrating the Textbook Festival on January 1 like the previous years, the government decided to distribute the books among students in phases so that the schools do not get crowded.

National Curriculum and Textbook Board Chairman Professor Narayan Chandra Saha told The Daily Star that the distribution of textbooks would start today.

However, about 30 to 40 percent of

SEE PAGE 4 COL 4

Fireworks explode over the Sydney Opera House and Sydney Harbour Bridge during downsized New Year's Eve celebrations due to an outbreak of the novel coronavirus in Sydney, Australia, yesterday. PHOTO: REUTERS

MANAGING DHAKA'S 26 CANALS, BOX CULVERTS

Charge goes to two city corporations

STAFF CORRESPONDENT

The capital's city corporations yesterday formally took over the management and maintenance responsibilities of 26 canals and 10 kilometres of box culverts from Dhaka Wasa, raising hope that the city's long-standing waterlogging problem would be solved.

Dhaka Water Supply and Sewerage Authority (Wasa) had been responsible for the 26 canals (84.5km) and the 10 box culverts (around 10km) since 1988. It also looks after 385km of storm water drainage.

The DNCC and DSCC have been managing 2,200km of pipe and surface drains.

Chief Executive Officer ABM Amin Ullah Nuri of Dhaka South City Corporation (DSCC), his Dhaka North City Corporation (DNCC) counterpart Md Selim Reza, and Managing Director of Dhaka Wasa Taqsem A Khan signed an MoU on behalf of their organisations at a city hotel yesterday.

LGRD Minister Md Tazul Islam at the ceremony said, "From today the two city corporations will have the responsibilities of solving the waterlogging problem of Dhaka city and they will have to do the work taking help from other agencies and residents of Dhaka city."

SEE PAGE 4 COL 5

আলেশা হোল্ডিংস লিমিটেডের আওতাধীন সম্পূর্ন নতুন একটি ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম আলেশা মার্ট। ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করার কারণে বাংলাদেশে ই-কমার্স বিজনেসের অনেক পথ খুলে গিয়েছে। সেই পথের প্রথম সারির যাত্রী হওয়ার লক্ষে এবং বাংলাদেশের আপামর জনতার অনলাইন কেনাকাটার চাহিদা পূরণে বিভিন্ন ধরনের পণ্য ও সেবা দিতে প্রস্তুত আলেশা মার্ট। বাংলাদেশের ডিজিটালাইজেশনের উর্দ্ধমুখী এক জোয়ারে দেশের কাস্টমারের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করে চলেছে অনেকগুলো বিদেশী ব্র্যান্ড। দেশীয় ব্র্যান্ড হিসাবে আলেশা মার্ট স্থানীয় বাজারের চাহিদা পূরণ করে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ২০২১ সালের প্রথম দিনে নিজেদের যাত্রা শুরু করতে পেরে গর্বিত। আলেশা মার্ট নতুন প্রজন্মের এই যুগে অনলাইন শপিং অভিজ্ঞতাকে বিশ্বমানের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এমন এক নিজস্ব ডেলিভারি ব্যবস্থা চালু করেছে যার দ্বারা ২৪/৭ সেবা প্রদান সম্ভব। অনলাইন সেবাকে আরও সহজ এবং নির্ভেজাল করতে কিছু দুর্দান্ত প্রযুক্তির সাহায্য নেয়া হয়েছে যা আপনার প্রত্যাশা অনুসারে উপযুক্ত। তাই আপনাকে সন্তুষ্ট করতে আমরা আপনার প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুত পণ্য পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সব ধরনের কাস্টমারদের কথা মাথায় রেখে সকল ক্যাটাগরির পণ্যে আমরা প্রথমবারের মতো অনলাইন কেনাকাটায় বিডিং-এর ব্যবস্থা রেখেছি। সরাসরি গ্রাহকের সাথে কানেক্টেড থাকায় আলেশা মার্ট আপনার চাহিদাকে প্রাধান্য দিতে সক্ষম। বিজনেস টু বিজনেস এবং বিজনেস টু কনজ্যুমার উভয়ের কথা মাথায় রেখে সমৃদ্ধ মার্কেট স্পেস তৈরি করার মাধ্যমে আমরা ভোক্তা, মেম্বার ও মার্চেন্টদের মাঝে একটি সংযোগ স্থাপনে জোর দিয়েছি। উভয় পক্ষের লাভজনক অবস্থা তৈরি করে আমরা কাস্টমার ও মার্চেন্টদের মাঝে এক সুসম্পর্ক তৈরি করার প্রয়াস করেছি। ব্যবসা বলতে আমরা সাধারনত বুঝি, টাকার বিনিময়ে কোন পণ্য বা সেবা প্রদান করা। আমাদের চারপাশের যেখানেই টাকার লেনদেন হয় সেখানেই ব্যবসা হয়। যেমন আপনি কোন মুদীখানার দোকানে কিছু পণ্য কিনলেন এবং বাণিজ্যের একটি অংশে অংশগ্রহন করলেন। আবার আপনি হয়তো নিজের তৈরি কোনো কিছু কোথাও গিয়ে বিক্রি করে টাকা নিয়ে আসলেন সেটাও এক রকম ব্যবসা। এখানে আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে আপনি কোথায় গিয়ে লেনদেন করলেন। বর্তমান ডিজিটাইলাইজেশন যুগে কেনাকাটার জন্য বিশাল দুরত্ব বা ট্রাফিক জ্যাম পার হয়ে দোকান পর্যন্ত যাওয়ার দরকার হয় না। এবং দোকানি তার পণ্য ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে অনায়াসে। ব্যবসায়ীরা ঘরে বসে অন্তর্জালে ব্যবসার জাল বিস্তার করে দিতে পারবে খুব সহজে। আবার ভোক্তা হিসেবে পণ্য কিনতে কোথাও যেতে হচ্ছে না। ঘরে বসে কম্পিউটার বা মোবাইল স্ক্রীনে পন্য নিজেদের পছন্দমতো নির্বাচন করতে দরকার একটি সিম্পল ক্লিক। আর পুরোই নির্ভেজাল ভাবে আপনার দরজার সামনে পণ্য আসার অপেক্ষা করুন। অনলাইন ভিত্তিক কেনাকাটার এই দারুণ উদ্ভাবনী ব্যবস্থা ব্যবসায়ী ও ভোক্তা উভয়ের জীবন সহজ করে দিয়েছে অনেকখানি। কমার্সের যতো রুপই থাকুক না কেন, সকল রুপেই বর্তমান ডিজিটাইলাইজেশন যুগে কেনাকাটার জন্য বিশাল দুরত্ব বা ট্রাফিক জ্যাম পার হয়ে দোকান পর্যন্ত যাওয়ার দরকার হয়না। এবং দোকানি উৎপাদনকারীরা নিজে থেকে কোন পণ্য বা সেবা উৎপন্ন করেন। উৎপাদনকারী-রাও এক ধরনের বিক্রেতা, তারা বড় বড় বিক্রেতাদের কাছে পণ্য বিক্রি করেন

তবে সাধারন কমার্স থেকে ই-কমার্সে সম্পূর্ণ ব্যাপারটি ভিন্নতর। সাধারন দোকান থেকে ক্যাশ দিয়ে পণ্য নিয়ে চলে আসেন, কিন্তু ই-কমার্সে আপনি সাথে সাথে পণ্য হাতে পাবেন না। যতক্ষণ না ই-স্টোর থেকে আপনার ঠিকানায় পণ্য পাঠিয়ে দেয়া হয়। তাই ভোক্তাদের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে দ্রুত পণ্য পৌঁছে দেয়া একটা বিরাট বড় দায়িত্ব। আমাদের দেশে সাধারন ই-কমার্স থেকে সাইট আছে। টাকা পরিশোধ করে পন্য চলে যাবে ক্রেতার কাছে যারা শুধুমাত্র এই সেবাটি ঠিকমতো দিতে না পারায় আর ব্যবসা করে যেতে পারেনি। এছাড়াও ই-কমার্সে আরো তিনটি বিষয় রয়েছে; একটি ওয়েব সার্ভার, একটি ডাটাবেজ একটি ডাটাবেজ সিস্টেম এবং একটি ডিসপ্যাচ সিস্টেম। ওয়েব সার্ভার অনলাইন স্টোরটিকে ম্যানেজ করে এবং টাকা লেনদেন সম্পূর্ণ করার জন্য

লেনদেন সম্পূর্ণ করার জন্য ব্যাংকের সাথে কানেক্টেড থাকে।ডাটাবেজ সিস্টেম;যেটা সর্বদা যাচাই করে পণ্যটি স্টকে রয়েছে কিনা এবং একটি ডিসপ্যাচ সিস্টেম যেটা সরাসরি গুদামের সাথে সংযুক্ত থাকে যাতে অর্ডার সফল হওয়ার কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। প্রযুক্তি ব্যবহার মেটাতে কাস্টমাইজড সুবিধা দিচ্ছি। ২৪/৭ দ্রুত ডেলিভারি সুবিধা ছাড়াও এখানে আছে বিডিং সুবিধা। মেম্বারশীপ সুবিধায় ডেলিভারি সুবিধা সহ আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট এর সুবিধাও পাবে ক্রেতারা। যেকোন ক্রেতার জন্যই একটি উপহার

আলেশা মার্ট এই ব্যাপারে খুব সতর্কতার সাথে কঠোর মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রেখেছে, ক্রেতা যেনো কোনোভাবেই প্রতারিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করে যাচ্ছে এই সাইটটি।

তাছাড়া খুব দ্রুত এখানে যুক্ত হতে যাচ্ছে মেডিসিন ডিলিভারি ব্যবস্থা। মেডিসিনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়েই বিভিন্ন দোকান ঘুরতে হয় সঠিক মেডিসিন খুঁজে বের করা একটি ঝামেলাপূর্ণ কাজ হয়ে ওঠে। অনলাইনে মেডিসিন প্রাপ্তির সুবিধা নানা প্রতিষ্ঠান দিয়ে থাকলেও ২৪/৭ এখনও কেউ দিচ্ছে না। ক্রেতাদের চাহিদা ও প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই আমরা মেডিসিন ডেলিভারির ক্ষেত্রে ২৪/৭ এর বিষয়টি চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এছাড়াও অনলাইনে সরাসরি ক্যাশ পাওয়ার ব্যাপারটিও একদম নতুন একটি উদ্যোগ। ভোক্তাগণ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ক্যাশ পেতে পারে আমাদের কাছ থেকে। ক্যাশ ক্রেডিট ফ্যাসিলিটির নতুন এই সেবাটি আমরাই প্রথম দিতে যাচ্ছি ই-কমার্স প্যাটফর্ম হিসেবে। গ্রসারী শপিং এর ক্ষেত্রেও আমাদের ক্রেতারা অনলাইন এর দিকে ঝুঁকছে বর্তমান সময়ে। আলেশামার্ট এর ওয়েবসাইটে গ্রসারী শপিং এর ক্ষেত্রেও নতুন কিছু সুবিধা নিয়ে আসছে। যেমন ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি ব্যবহার করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আলেশামার্ট থেকে গ্রসারী শপিং করতে পারবে ক্রেতারা। মাসের বাজার করার ক্ষেত্রে অনেকেই মাসের একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকে।বাকিতেই অনলাইনে-মাসের বাজার করার সুযোগ পাওয়ার মাধ্যমে কনজ্যুমারদের জীবনযাত্রা অনেকখানি সহজ হয়ে যাবে। এই সহজ করার উদ্দেশ্যেই আলেশামার্ট গ্রসারী শপিংয়ে ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি নিয়ে আসছে। মেম্বারশীপের বিশেষ সুবিধার ক্ষেত্রে আলেশামার্ট'এর মেম্বাররা পণ্যে ডিসকাউন্ট সুবিধা সহ আরও বেশ কিছু সুবিধা পাবে।এছাড়াও আলেশামার্ট এক্সক্লুসিভ কিছু পণ্যতে বিডিং এর সুবিধা রয়েছে। তাছাড়া খুব দ্রুত এখানে যুক্ত হতে যাচ্ছে মেডিসিন ডেলিভারি ব্যবস্থা। আলেশা মার্ট ২০২১ সালের প্রথমদিনে নিজেদের যাত্রা শুরু করতে পেতে গর্বিত

TM

alesha mart

Click. Relax. Enjoy.